গোবর্ধনের কেরামতি

মূল রচনা

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

চরিত্র:

হর্ষবর্ধন
গোবর্ধন
বৌদি
চক্রবর্ত্তী
এজেন্ট
অফিসার
মেডিকেল অফিসার

শ্রুতিনাট্যরূপ:

নাট্যশালা

http://www.natyoshala.org

[টেলিফোনের রিঙ হয়]

গোবর্ধন: হ্যালো

এজেন্ট: হ্যালো... হর্ষবর্ধন-বাবু বাড়ী আছেন?

গোবর্ধন: আছেন... আঁচাতে গ্যাছেন।

এজেন্ট: কি করতে গ্যাছেন?

গোবর্ধন: আঁচাতে... মানে মুখ ধুতে গ্যাছেন.. এই খেয়ে উঠলেন তো।

এজেন্ট: ও আচ্ছা আচ্ছা.. ভীষন সরি এই অবেলায় বিরক্ত করার জন্যে..

গোবর্ধন: না ঠিক আছে..

এজেন্ট: আপনি কে?

গোবর্ধন: আমি গোবরা।

এজেন্ট: গোবরা?

গোবর্ধন: গোবরা মানে গোবর্ধন.. আমি হর্ষবর্ধন-বাবুর ছোট ভাই। আপনি কে?

এজেন্ট: আমি আসাম সরকারের পক্ষ থেকে বলছি.. আপনাদের দুভাইকেই আসাম সরকারের নোটিশ পাঠানো হয়েছে.. আপনারা পেয়েছেন?

গোবর্ধন: কিসের নোটিশ?

এজেন্ট: আসাম সীমান্তে যুদ্ধে যাবার নোটিশ..

গোবর্ধন: যুদ্ধ? কার সাথে যুদ্ধ?

এজেন্ট: পররাজ্য লিপ্সায় চীন নেফার সীমানা পার হয়ে তেজপুরের দরজায় হানা দিয়েছে আসাম আক্রমনের জন্যে..

গোবর্ধন: কিন্তু আমরা তো এখন আর আসামী ন'ই, কোন যুগে আসাম ছেড়ে কলকাতায় এসে কাঠের ব্যবসা ধরেছি..

এজেন্ট: কেবল আসামবাসী নয়, প্রত্যেক তেজস্বী ভারতবাসীর'ই ডাক পড়েছে চীনকে রোখার জন্যে, তেজপুর রাখবার জন্যে। নোটিশে সব গুছিয়ে লেখা আছে। নোটিশ পড়ুন, যুদ্ধ করুন।[টেলিফোন রেখে দেয়]

হর্ষবর্ধন: কে ফোন করেছিল রে গোবরা?

গোবর্ধন: আসাম সরকারের লোক, বলছে যুদ্ধে যাবার নোটিশ পাঠিয়েছে...

হর্ষবর্ধন: (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) হ্যা, পড়েছি...

গোবর্ধন: আমি তো পাই নি!

হর্ষবর্ধন: তোরটা আমি সরিয়ে রেখেছি....

গোবর্ধন: কেন? যুদ্ধে যাবে না?

হর্ষবর্ধন: না আমি আর যুদ্ধে যাব না। তোর'ও গিয়ে কাজ নেই..

গোবর্ধন: সে কি দাদা! তুমি না বিলেতে গিয়ে গিয়ে যুদ্ধ করেছিলে! সেই যুদ্ধ যখন নিজের দেশেই এসেছে এই সুযোগ তুমি হাতছাড়া করবে-বলো কি?

হর্ষবর্ধন: বিলেতে গেছিলাম নাকি? সেতো ইসপেন! ইসপেনেই তো লড়েছিলাম গিয়ে।

গোবর্ধন: এক'ই কথা। বিলেত যাবার পথেই তো ইসপেন। সেখানে হিটলারের ফাসিস্ত বাহিনীকে তুমি ফাঁসিয়ে দিয়ে এসেছো। আমিও তো লড়েছিলাম তোমার পাশেই গো! আমাদের লড়ায়ের সেই কাহিনী "যুদ্ধে গেলেন হর্ষবর্দ্ধন" ব'ইয়ের ফাঁস করে দিয়েছে সেই হতভাগাটা।

হর্ষবর্ধন: কোন হতভাগা?

গোবর্ধন: কে আবার, তোমার পেয়ারের চকরবররতি! জানো না নাকি? ন্যাকা।

হর্ষবর্ধন: জানবো না কেন? পড়েছিতো ব'ইটা। আমাকেও দিয়েছিল এক কপি সে। লোকটা বড্ড বাড়িয়ে লেখে কিন্তু। গাঁজা খায় বোধহয়।

গোবর্ধন: হ্যা বড্ড বেশী গাঁজায়। ওর সব গল্প'ই গাঁজানো।

হর্ষবর্ধন: গঞ্জনাও বলতে পারিস—সমসকৃত করে।কিন্তু সে কথা নয়। কথা হচ্ছে এই, চিরকাল আমরাই যুদ্ধে যাবো নাকি? তখন যুবক ছিলাম লড়েছি, কিন্তু বুড়ো হয়ে যাইনি কি এখন? গায়ের জোর কি কমে যায় নি

আমাদের? বন্দুক তুলতে গেলেই তো উলটে পড়বো মনে হয়। তা ছাড়া প্যারেড! লম্বা লম্বা রুট মার্চ করতে পারবো এই বয়সে?

গোবর্ধন: এই মার্চ মাসে তো নয়'ই দাদা। এমন দারুন গরমে।

হর্ষবর্ধন: তবে? এখন যারা যুবক তারা গিয়ে যুদ্ধ করুক। আমরা লড়ায়ের কথা পড়ব খবরের কাগজে। কিংবা বলবো সেই চকর্ বরর্ তিকে তাদের যুদ্ধের গল্প লিখতে.... ব'ইয়ে পড়া যাবে তখন।

গোবর্ধন: তা বটে!

হর্ষবর্ধন: আর সত্যি বলতে, তারাই তো লড়ছে এখন। সেই জওয়ানরাই।

গোবর্ধন: জওয়ান! জওয়ান আবার কি দাদা?

হর্ষবর্ধন: রাষ্ট্রভাষা। জওয়ান মানে জোয়ান।

গোবর্ধন: মানে তুমি।

হর্ষবর্ধন: আমি জোয়ান! তার মানে?

গোবর্ধন: বৌদি যে বল্লে সেদিন!

হর্ষবর্ধন: তোর বৌদি বল্লে আমি জোয়ান? সে-ই দেখছি ফাঁসাবে আমায়। কোন মিলিটারি অফিসারের কাছে বলেছে নাকি সে?

গোবর্ধন: না না । সেই চকরবররতির কাছেই বললে তো।

হর্ষবর্ধন: শুনি তো ব্যাপারটা। সে যদি গল্প লিখে ব্যাপারটা ছাপিয়ে দেয় তাহলেই তো গেছি। তারপর এই নোটিশ এসেছে।

গোবর্ধন: বৌদির ইতু পুজো ছিল না? পুজো-টুজো সেরে বললে আমায়.............

---------------------(আবহ সঙ্গীত)

বৌদি: যাও তো ভাই একটা বামুন ধরে নিয়ে এসো তো। বামুনভোজন করাতে হবে।

গোবর্ধন: বৌদি ইতুপুজোই করলে যখন, তখন বামুনভোজন করাতে ইতুর দাদাকেই ধরে নিয়ে আসি না হয়

বৌদি: ইতুর দাদাকে?

---------------------(আবহ সঙ্গীত)

গোবর্ধন: শুনে তো বৌদি অবাক। আমি বললাম, বৌদি, ইতুপুজো করছো জানলে আমি খোদ ইতুকেই ধরে আনতে পারতাম। জ্যান্ত ইতুর পুজো করতে তাহলে। তা যখন হল না তার দাদাকেই ধরে আনা যাক তাহলে। তখন বৌদি বুঝতে পারল কথাটা।

হর্ষবর্ধন: সব কিছুই লেটে বোঝে সে। তারপর?

গোবর্ধন: তারপর আর কি? গেলাম চকরবররতির কাছে।খাবার কথা শুনে তো সে একপায়ে খাড়া। কিন্তু যখন শুনলো যে ব্রত উদযাপনের 'বামুন ভোজন' তখন আবার পিছিয়ে গেল ঘাবড়ে। বলল....

--------------------(আবহ সঙ্গীত)

চক্রবর্ত্তী: ভাই, আমি তো ঠিক বামুন ন'ই। পৈতেই নেইকো আমার।

গোবর্ধন: ধোপার বাড়ী কাচতে দিয়েছেন বুঝি?

চক্রবর্ত্তী: তা নয় ঠিক, কখনো পৈতে হয়েছিল কিনা ঠিক মনেই পড়ে না আমার।

গোবর্ধন: তা না হোক, আপনার আবার পৈতের দরকার কি? বাবার পৈতে ছিলো তো?

চক্রবর্ত্তী: তা ছিল বোধহয়!

গোবর্ধন: ব্যাস তাহলেই হবে। বামুন না হোক বামুনের ছেলে হলেই হবে।

--------------------(আবহ সঙ্গীত)

বললাম তাকে আমি; তখন সে এল খেতে।

হর্ষবর্ধন: তা না হয় এলো। কিন্তু তার খাবার সঙ্গে আমার জোয়ান হবার কি সম্পর্ক তা তো বুঝতে পারছি না। এ তো সর্বনেশে কথা ভাই।

গোবর্ধন: সর্বনেশে কথাই বটে। লোকটার কথাই এই রকম।পেট ঠেশে খেয়ে ঢেকুর তুলে বলে কি না সে---

--------------------(আবহ সঙ্গীত)

চক্রবর্ত্তী: সব'ই তো করলেন বৌদি, বেশ ভাল'ই করেছেন। রেঁধেছেন'ও খাশা। কেবল একটা জিনিস বাদ পড়ে গেছে। অম্বলটা করেননি। একটু অম্বল'ও করতে পারতেন এর সঙ্গে।

বৌদি: চকরবরতি মশাই এ-বাজারে কি খাটি জিনিস মেলে? এখন কাঁকরমনি চালের ভাত, পচা মাছ, বাদাম তেলের রান্না, এই থেকেই যথেষ্ট অম্বল হবে, সেই ভেবেই অম্বলটা করিনি।

চক্রবর্ত্তী: অ্যাঁ, বলেন কি বৌদি? তাহলে তো হজম করা মুশকিল হবে দেখছি। হজম করার কোনো দাওয়াই আছে বাড়ীতে? দিন তাহলে একটু। এই সঙ্গে খেয়ে নিই।

বৌদি: কিরকম দাওয়াই?

চক্রবর্ত্তী: এই জোয়ান-টোয়ান।

বৌদি: এ বাড়ীতে জোয়ান বলতে তো.... জোয়ান বলতে গোবরার দাদা। তা তিনি তো এখন কারখানায়।

-----------------------------(আবহ সঙ্গীত)

হর্ষবর্ধন: তোর বৌদির যেমন কথা। আমি যদি জোয়ান তাহলে প্রৌ... প্রৌ... প্রৌ... কথাটা কিরে? গলায় আসছে মুখে আসছে না। মানে প্রৌঢ় কে তাহলে?

গোবর্ধন: প্রৌঢ়?

হর্ষবর্ধন: প্রৌঢ় না কি প্রৌঢ়? ও সে এক'ই কথা। তোর বৌদির সার্টিফিকেট দেখছি এখন আমায় তেজপুরে গিয়ে গড়াতে হবে। বিধবা হতে আমায় এই বয়সে!

গোবর্ধন: তুমি বিধবা হবে? বলো কি?

হর্ষবর্ধন: আমি কেন, তোর বৌদি'ই হবে তো, সেই তো হবে বিধবা। ও সে এক'ই কথা। তাহলে মজাটা টের পাবে তখন। মাছ খেতে পাবে না আর। সাধের বেড়াল মাছ না পেয়ে পালিয়ে যাবে বাড়ির থেকে। বোঝো ঠ্যালা।

গোবর্ধন: বৌদির ঠ্যালা বৌদি বুঝবে। এখন নিজেদের ঠ্যালা তো সামলাই আমরা।

হর্ষবর্ধন: সামলাবার কি আছে আর। বললাম না, এই ঠ্যালায় গড়াতে হবে গিয়ে তেজপুরে। মুণ্ডু একদিকে গড়াবে ধরটা আর একদিকে।

গোবর্ধন: আমিও গড়াবো তোমার পাশেই দাদা!

হর্ষবর্ধন: হায়-হায়! বংশলোপ হয়ে গেল আমাদের। এক লক্ষ পুত্র তার স'ওয়া লক্ষ নাতি। একজন'ও রহিল না বংশে দিতে বাতি।

গোবর্ধন: তুমি তো রাবনের কথা বলছো দাদা। তুমি তো শ্রী হর্ষ!

হর্ষবর্ধন: হায়-হায়! স'ওয়া লক্ষ নাতি।

গোবর্ধন: মিছে হায় হায় করছ দাদা। তোমার ছেলেও নেই, নাতিও নেই, তোমার বংশলোপ হবে কি করে?

হর্ষবর্ধন: নাতি বৃহৎ তুইতো আছিস। তুই গেলেই আমাদের বংশ গেলো। এতদিনে আমাদের বর্ধনবংশ গোল্লায় গেলো। আর বর্ধিত হতে পেলো না। গোল্লায় বল আর গোলায় বল্—এক'ই কথা।

গোবর্ধন: না না । তোমাকে কি ওরা ফ্র.....ফ্র.....ফ্র.....ফ্র....

হর্ষবর্ধন: কী ফড়ফড় করছিস?

গোবর্ধন: ফ্রম...।

হর্ষবর্ধন: মানে?

গোবর্ধন: মানে তোমাকে কি ওরা ফ্রন্টে পাঠাবে? তুমি নাকি ইসপেনের যুদ্ধ জয় করে এসেছো।পড়েছে নিশ্চয় তারা ব'ইয়ে। তাই তো তোমাকে ডেকেছে। নিশ্চয় তোমাকে সেনাপতিটিতি করে দেবে। সামনে থেকে লড়তে হবে না তোমায়। মরতে হবে না গোলায়। পেছন থেকে পালাবার পথ পরিষ্কার পাবে।

হর্ষবর্ধন: পেয়েছি আর। পালাবার পথ নাই যম আছে পিছে। যুদ্ধ কাকে বলে জানিস নে তো। সে বড় কঠিন ঠাঁই গুরু শিষ্যে দেখা নাই।

গোবর্ধন: দাদা-ভাইয়ে দেখা হবে কিন্তু। তোমার কাছে কাছেই থাকবো আমি। পালাবো না।

হর্ষবর্ধন: জ্বালাসনে আর। নে, এখন পড়তো কি লিখেছে নোটিশটায়।

গোবর্ধন: গোখেল রোডের একটা ঠিকানা দিয়েছে, রিক্রুটিং আপিসের ঠিকানা।সেখানে আগামী পরশু সকাল দশটায় গিয়ে হাজির হতে হবে। নাম লেখাতে হবে। তারপর মেডিক্যাল এগজামিনেশনের পর ভর্তি করে নেবার কথা।

হর্ষবর্ধন: আর যদি না যাই?

গোবর্ধন: ওয়ারেন্ট নিয়ে এসে পাকড়ে নিয়ে যাবে পেয়াদায়।

হর্ষবর্ধন: আর যদি পালিয়ে যাই এখান থেকে?

গোবর্ধন: হুলিয়া বেরিয়ে যাবে। পুলিশ লেলিয়ে দেবে পেছনে।

হর্ষবর্ধন: পুলিশ। ওরে বাবা। তাহলে আর না গিয়ে উপায় নেই। যাবো আমরা।

---------------------------------**(আবহ সঙ্গীত)**

অফিসার: নাম?

হর্ষবর্ধন: শ্রীহর্ষবর্ধন।

অফিসার: বয়েস?

হর্ষবর্ধন: বিয়াল্লিশ

অফিসার: পিতার নাম?

হর্ষবর্ধন: পৌণ্ড্র বর্ধন। মার নাম বলবো?

অফিসার: না দরকার নেই। ঠিকানা?

হর্ষবর্ধন: ৩/বি গড়গাছা রোড, চেতলা

অফিসার: পেশা?

হর্ষবর্ধন: কাঠের কারবার।

অফিসার: ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া গর্বের বলে আপনি মনে করেন?

হর্ষবর্ধন: নিশ্চয়, নিশ্চয়।

অফিসার: বাহিনীর কোন বিভাগে আপনি ভর্তি হতে চান?

হর্ষবর্ধন: আজ্ঞে?

অফিসার: নানান বিভাগ আছে তো আমাদের? পদাতিক বাহিনী, গোলন্দাজ বাহিনী, বিমান বাহিনী-

হর্ষবর্ধন: আমি একেবারে জেনারেল হতে চাই। মানে সেনাপতিটিতি?

অফিসার: পাগল হয়েছেন?

হর্ষবর্ধন: সেটা একটা শর্ত নাকি? জেনারেল হতে হলে কি পাগল হতে হবে?

অফিসার: আপনার নাম?

গোবর্ধন: গোবর্ধন।

অফিসার: বয়েস?

গোবর্ধন: বত্রিশ! আর বাকি সব ঐ ঐ ঐ ঐ।

অফিসার: ঐ ঐ! তার মানে?

গোবর্ধন: অর্থাৎ ইংরেজী করে বললে- ডিটো ডিটো ডিটো। আমরা আসলে দুই ভাই কিনা।

অফিসার: ও। তাহলে আপনারা ঐ পাশের ঘরে চলে যান, সেখানে আপনাদের মেডিক্যাল চেক আপ হবে। ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে তারপর ভর্তি।

গোবর্ধন: (ফিস ফিস করে) আর ভয় নেই দাদা! আমরা জীবনে কোন পরীক্ষাতে পাশ করতে পারিনি, আর ডাক্তারি পরীক্ষায় পাশ করবো! ক্ষেপেছো তুমি? ফেল যাবো নির্ঘাত-দেখে নিয়ো! বোধ হচ্ছে বেঁচে গেলাম এযাত্রা!

হর্ষবর্ধন: হ্যাঁ ফেলছে কিনা আমাদের। এই যুদ্ধের বাজারে কোন কিছু ফেলনা নয়।

------------------------**(আবহ সঙ্গীত)**

মেডিকেল অফিসার: কি ব্যাপার?

হর্ষবর্ধন: আজ্ঞে ওঘর থেকে বলল এ ঘরে আসতে ডাক্তারি পরীক্ষা করার জন্যে।

মেডিকেল অফিসার: কার?

হর্ষবর্ধন: মানে?

মেডিকেল অফিসার: কার পরীক্ষা হবে?

হর্ষবর্ধন: আজ্ঞে আমাদের, আমরা দুভাই হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধন স্বদেশ রক্ষায় যোগ দিতে এসেছি?

মেডিকেল অফিসার: আপনি... আপনি সেনা বাহিনীতে যোগ দেবেন?

হর্ষবর্ধন: হ্যাঁ!

মেডিকেল অফিসার: এই বিশাল ভুঁড়ি নিয়ে? ক্ষেপেছেন? না না এচলবে না।

হর্ষবর্ধন: বহুৎ বহুৎ জেনারেলের'ই তো ভুঁড়ি আছে, কত দেখেছি আমি..

মেডিকেল অফিসার: থামুন মশায় আপনি বাতিল। । সরুন আপনার ভাইকে বরঞ্চ পরীক্ষা করে দেখি।

-------------------------------(আবহ সঙ্গীত)

..............হুঁ.. সব'ই ঠিক আছে.. আচ্ছা এবার চোখটা দেখি... চার্টের অক্ষর গুলো পড়তে পারছেন তো?

গোবর্ধন: কোন চার্ট? চার্ট কোথায়?

মেডিকেল অফিসার: কেন, ঐ যে দেওয়ালের গায়ে যে চার্ট ঝুলছে?

গোবর্ধন: অ্যাঁ! ওখানে আবার দেওয়াল আছে নাকি আবার!

মেডিকেল অফিসার: আপনার চোখ তো দেখছি তেমন সুবিধার নয়- এই(হাঁপিয়ে) এটা.. এটা বলুন তো কি দেখছেন?

গোবর্ধন: একটা আধুলি বোধহয়।

মেডিকেল অফিসার: আধুলি!

গোবর্ধন: নাকি সিকিই হবে?

মেডিকেল অফিসার: সিকি! এই প্রকাণ্ড অ্যালুমিনিয়ামের ট্রেটাকে আপনি সিকি দেখছেন। আর এই চোখ নিয়ে যাবেন যুদ্ধে? বেরোন.. বেরোন এখান থেকে.... যতসব! সময় নষ্ট... যান!

গোবর্ধন: কিন্তু স্যার স্বদেশ রক্ষার কি হবে?

মেডিকেল অফিসার: আপনারা যাবেন নাকি...

হর্ষবর্ধন ও গোবর্ধন: যাচ্ছি, যাচ্ছি..

-------------------------------(আবহ সঙ্গীত)

গোবর্ধন: যাক বাবা , খুব বাচা বেঁচে গেলাম এযাত্রা দাদা, চলো আজ একটু ফূর্তি করা যাক। আড়াইটা বাজে প্রায়। রেস্তরাঁয় কিছু খেয়ে দেয়ে চলো দুজনে মিলে তিনটের শোয়ে কোনো সিনেমা দেখিগে।

হর্ষবর্ধন: চল।

-------------------------------(আবহ সঙ্গীত)

হর্ষবর্ধন: পেট তো ভাল'ই ভরেছে রে গোবরা।

গোবর্ধন: শো শুরু হয়ে গেছে , দাদা, আস্তে আস্তে চল আমাদের সিটে বসি...

হর্ষবর্ধন: খুব অন্ধকার যে রে..

গোবর্ধন: আমাকে ধরে ধরে এস দাদা।

-------------------------------(আবহ সঙ্গীত)

গোবর্ধন: হাফটাইম হল, ও দাদা ঘুমাচ্ছ নাকি?

হর্ষবর্ধন: অ্যাঁ,.... এত খেয়ে একটু চোখটা ধরে এসেছিল... এই... গোবরা!!

গোবর্ধন: কি হল?

হর্ষবর্ধন: তোর পাশে সেই ডাক্তারি পরীক্ষার ডাক্তার। এখনি ধরে ফেলবে যে আমাদের..

মেডিকেল অফিসার: আরে আপনারা? আপনার না চোখ খারাপ? অ্যালুমিনিয়ামের ট্রেটাকে তখন আপনি সিকি দেখলেন, আর এখন দিব্যি এই খারাপ চোখ নিয়ে সিনেমা দেখছেন?

গোবর্ধন: কিছু মনে করবেন না দিদি-

মেডিকেল অফিসার: আমি দিদি?

গোবর্ধন: হ্যাঁ আপনাকেই শুধোচ্ছি দিদি- এটা তেত্রিশের বাস তো?

মেডিকেল অফিসার: অ্যাঁ!!

গোবর্ধন: মানে, মাপ করবেন বড়দি। এটা চেতলার বাস তো? ভিড়ের ভেতরে পড়ে ঢুকে তো পড়লাম, কিন্তু ঠিক বাসে উঠেছি কি না ঠেলাঠেলিতে বুঝতে পারছি না। চেতলায় পৌছবো কি না কে জানে।

-সমাপ্ত-